ভোরের কাগজ

তারিখ ... JAN 1 6 1999 ...
পৃষ্ঠা 8 কলাম 7

50

মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাকে রক্ষা করুন

ভাবতে অবাক লাগে, মাধ্যমিক স্তরের মহিলা শিক্ষা উপবৃত্তি প্রদানের ক্ষেত্রে চলছে চরম নৈরাজ্য, যা সর্বজনবিদিত হলেও শিক্ষা মন্ত্রণালয় কুম্ভকর্ণের নিদ্রায় নিদ্রিত। থানা প্রজেক্ট অফিসের কর্মকর্তাসহ কর্মচারীদের অত্যাচারে সংশ্লিষ্ট সকলেই অতিষ্ঠ। কিন্তু প্রশাসন নির্বিকার।

প্রত্যেকটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে দুর্নীতি এমনভাবে পৌঁছে গিয়েছে এই ফিমেল সেকেন্ডারি এসিসটেন্ট প্রজেক্ট অফিসের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ এখন প্রত্যেকটি স্কুলেই দুসেট করে খাতাপত্র, হাজিরা খাতা, রেজাল্টশিট রাখতে হচ্ছে। যদি কোনো স্কুল এর ব্যতিক্রম করতে যায় অর্থাৎ সততার সঙ্গে চলতে চায় তাহলে বিপদ সবচেয়ে বেশি। কেননা সে ক্ষেত্রে যেসব ছাত্রী বিবাহিত, কিংবা শতকরা ৩৫ ভাগের কম নম্বর পেয়েছে, কিংবা শতকরা ৭৫ ভাগের কম দিন স্কুলে উপস্থিত থেকেছে তারা উপবৃত্তি না পেয়ে অন্য স্কুলে উপবৃত্তির আশায় চলে যাবে। অন্যদিকে সৎভাবে উপবৃত্তি আনতে গিয়েও প্রজেক্ট অফিসে ফরম জমা দিতে হলেই নাকি নজরানা দিয়ে তা জমা দিতে হয়। তা না হলে ফরমগুলো লাপাত্তা হয়ে যায়। অথবা গৌণ কোনো ত্রুটি দেখিয়ে উপবৃত্তি প্রদান বন্ধ রাখা হয়। ফলে নিশ্চিত বিপদ বিদ্যালয় প্রধানের।

তাই বাধ্য হয়ে ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায়ই হোক দুর্নীতির খপ্পরে পড়তেই হচ্ছে সংশ্লিষ্ট সকলকে। এভাবে চলতে থাকলে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে শিক্ষার অবস্থা? অথচ একেকটা বিদ্যালয়ে যে কজন ছাত্রী আছে সহজ-সরলভাবে ম্যানেজিং কমিটির মাধ্যমে তাদের সবাইকে উপবৃত্তি দেওয়ার ব্যবস্থা করলে একদিকে অর্থও কম লাগতো, আর দুর্নীতিও কম হতো। কেননা ম্যানেজিং কমিটির মাধ্যমে বেতনের সরকারি অংশ প্রদান করায় কোনো দুর্নীতি হচ্ছে না।

এক্ষেত্রে একইভাবে প্রদান করা যেতো এবং মাঝে মাঝে তদারকি করলেই চলতো। কিন্তু বর্তমান ব্যবস্থায় চরমভাবে অভিশপ্ত হয়ে উঠছে শিক্ষাব্যবস্থা। আর এখনই এর হাত থেকে রক্ষার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের।

পবিত্র কুমার দাস
সাহা ব্রাদার্স
সাগরদী বাজার
বরিশাল।